
আমি উৎসর্গিত
তোমার বাণীর প্রতি
10 September 2026
(For Islamic Brothers)
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

আমি উৎসর্গিত তোমার বাণীর প্রতি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
এসব শব্দাবলীর গভীরত্ব সমুদ্রের ন্যায় 5
سُبْحٰنَ اللّٰه! সেই পবিত্র দরবারের কেমন শান...!! 6
উস দেহেন কি ত্বরাওয়াত পে লাখো সালাম..... 8
মিম্বর আন্দোলিত হয়ে উঠলো..... 8
কী মহান শান..... 9
এই যবান দ্বারা সর্বদা সত্যই বের হয়..... 11
যাঁর প্রতিটি কথা খোদার ওহী 12
আবু উমাইরের পাখি..... 13
রসিকতা ও কৌতুকের ছলেও কেবল সত্যই বলেন 15
প্রবৃত্তি তাড়িত আলাপচারিতা..... 15
মহান একটি সুন্নাত 17
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাদিক এবং মাসদুক 18
উপমাহীন শক্তি দান করা হয়েছে..... 19
কূপের পানি মিষ্টি হয়ে গেল..... 20
স্বপ্নের কথাও সত্য হয়ে গেল 21
জাওয়ামি'উল কালিম দান করা হয়েছে 23
আকিদায়ে নবুয়ত এর একটি দলিল 24
কিয়ামত পর্যন্তের সমস্ত খবর জানিয়ে দিয়েছেন 25
‘কথা বলার আদব’ কিতাবটি অনুশীলনের প্রতি অনুপ্রেরণা 27
নেক আমল নম্বর ১৭-এর অনুপ্রেরণা 27

কথা বলার সুন্নাত ও আদবসমূহ..... 28
ঘোষণা..... 29
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 30
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 30
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 30
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 31
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 31
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 31
(৬) দরূদে শাফায়াত: 32
(১) এক হাজার দিনের নেকী 32
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:..... 32
কথা বলার অবশিষ্টাংশ সুন্নাত ও আদবসমূহ 33
দীদারে মুস্তফা পাওয়ার দোয়া..... 33
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 35
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 36
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 38
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 38
মাসিক ৪টি নেক আমল 39
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 39
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 39

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন:

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي

অনুবাদ: তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।

(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, হাদিস: ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এসব শব্দাবলীর গভীরত্ব সমুদ্রের ন্যায়

একজন সাহাবী হলেন: হযরত যিমাদ বিন সা'লাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি ইসলামের প্রাথমিক সময়েই ঈমান গ্রহণ করেছিলেন বরং তিনি ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত প্রকাশ করেননি, এর আগেই তাঁর বন্ধু ছিলেন। হযরত যিমাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ডাক্তার

ছিলেন সেই যুগের পদ্ধতি অনুযায়ী ঝাড়ফুঁকও করতেন। তিনি ইয়েমেনে থাকতেন, ওখানকার লোকদের চিকিৎসা করতেন। **(আল ইস্তিইয়াব, খন্ড: ২, পৃ: ৩০৩)**

তাঁর ইসলামের গ্রহণ করার ঘটনা খুবই হৃদয় হৃদয়গ্রাহী ছিল। আসুন! শুনে নিই: মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, বলেন: জনাবে যিমাদ (যিনি তখন মুসলমান ছিলেন না) এবং যাদু-মন্ত্র করে জ্বিন বের করতেন, একদিন তিনি মক্কায়ে মুকাররমায় আসলেন। ওখানকার অমুসলিমরা সবার মধ্যে এটা বলে রেখেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (مَعَاذَ اللّٰہ!) উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। জনাবে যিমাদ যখন এটা শুনলেন তো বললেন: আমি তাকে দেখবো, হতে পারে আমার মন্ত্র তাকে আরোগ্য করতে পারবে। অতএব জনাব যিমাদ রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো।

سُبۡحَانَ اللّٰہ! সেই পবিত্র দরবারের কেমন শান...!!

জনাবে যিমাদ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরজ করল: আমি জ্বিন বের করার মন্ত্র জানি, আল্লাহ পাক আমার হাতে শিফাও রেখেছেন, আমি কি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করবো...?

اَللّٰہُ اَکۡبَر! যিনি সমস্ত জাহানের বরং জ্বিনদেরও নবী, তাঁকে কিভাবে জ্বিনেরা ক্ষতি করবে!! মূলত ঝাড়ফুঁকের দরকার ছিল জনাব যিমাদের। সুতরাং রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে ফুঁক দিলেন। কী ফুঁক দিলেন? রেওয়ায়েতের শব্দাবলী হলো: নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জনাব যিমাদের কথা শুনে বললেন:

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অনুবাদ: নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দিয়েছেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না আর যাকে ওই দরবার থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারবে না আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইবাদতের যোগ্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহ পাকের বান্দা ও রাসূল।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই কয়েকটি বাক্য জনাবে যিমাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো, বলতে লাগল: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই (সুন্দর সুন্দর) শব্দগুলো আবারও শুনিয়ে দিন! রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় বরকতময় মুখে পুনরায় একই শব্দাবলী বললেন, জনাবে যিমাদ বললেন: আরও একবার বলুন! রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তৃতীয়বার একই শব্দাবলী বললেন। এখন জনাবে যিমাদের বক্ষ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল, বললেন: ✯ আমি যাদুকরদের কালামও শুনেছি ✯ যাদুকরদের কথাও শুনেছি ✯ কবিদের কবিতাও শুনেছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত এমন কালাম কখনো শুনিনি, এই মুবারক কালেমাগুলোর গভীরত্ব সমুদ্রের মতো। এটা বলে জনাবে যিমাদ তার হাত সামনে বাড়ালেন আর বললেন: هَاتِ يَدَكَ اُبَايِعْكَ عَلَى الْاِسْلَام হে মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হাত বাড়িয়ে দিন! কালিমা পড়িয়ে আপন করে নিন!

(মুসলিম, পৃ:৩১০, হাদিস: ৮৬৮)

উস দেহেন কি ত্বরাওয়াত পে লাখো সালাম

سُبْحَانَ اللہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কালামে পাকেরও কেমন শান..!! রাসূল صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আপদমস্তক মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবই মুজিযা ✯ হাত মুবারকও মুজিযা ✯ চোখ মুবারকও মুজিযা ✯ নাক মুবারকও মুজিযা ✯ এবং উৎসর্গিত হোন! দেহেন মুবারক (অর্থাৎ মুখ মুবারকের ভেতরগত অংশ)ও মুজিযা ✯ ওই পবিত্র যবানের পবিত্র থুথু মুবারকও কোনো লবণাক্ত কূপে পড়লে সেটাকেও মিষ্টি করে দেয় ✯ বের হয়ে যাওয়া চোখে লাগলে চোখও ভালো হয়ে যায়, আগের চেয়েও বেশি আলোকময় হয়ে যায় ✯ ভেঙ্গে যাওয়া বাহুতে লাগলে তো বাহু আগের মত ভালো হয়ে যায় ✯ কারো মুখে গেলে সমস্ত মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ✯ এবং ওই পবিত্র মুখ থেকে নির্গত শব্দাবলীর এই প্রভাব যে, কানের রাস্তাসমূহ হৃদয়ে গিয়ে পড়ে আর দিলের সমস্ত কালোত্ব দূর করে সেটাকে আলোকিত এবং উজ্জল করে দেয়।

মিম্বর আন্দোলিত হয়ে উঠলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত যিমাদ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ একজন প্রাণবন্ত ব্যক্তি ছিলেন ✯ তার মধ্যে রুহ ছিল ✯ শ্বাসও চলছিল ✯ শুধুমাত্র হৃদয় মৃত মরা ছিল, প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কালাম মুবারকের প্রভাবে তার মৃত দিল জীবিত হয়ে গেল..!! কিন্তু মনে রাখবেন! এই কালাম মুবারক শুধু মরা দিলকে জীবিত করে না বরং প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও প্রাণ সঞ্চার করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, বলেন: একদিন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বর মুবারকের উপর তাশরিফ নিলেন, তিনি খুতবা দিতে গিয়ে এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

(পারা: ২৪, সূরা: যুমার, আয়াত: ৬৭)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তারা আল্লাহর সম্মান করেনি; যেমনিভাবে করা উচিত ছিল।

অতঃপর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত উদ্দীপনাময় ভঙ্গিতে মহান আল্লাহ পাকের শান ও মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন, তাঁর কালাম মুবারক শুনে লাকড়ির তৈরী মিম্বর মুবারকও দুলতে লাগল, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুতবা দিচ্ছিলেন আর মিম্বর দুলছিল। সুতরাং আমাদের ভয় হলো যে, না জানি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আঘাতপ্রাপ্ত হন কিনা।

(ইবনে হাব্বান, ১৯৬০ পৃ:, হাদিস: ৭৩২৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কী মহান শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি বিষয় চিন্তা করার মতো। কালাম (বাক্য বা বাণী) কাকে বলে? আমাদের বুকে, ফুসফুসের ভেতরে বাতাস থাকে। আমরা যখন কথা বলার ইচ্ছা করি, তখন সেখান থেকে সেই বাতাস উঠে আসে; তারপর গলা এবং মুখের বিভিন্ন অংশের সাথে ধাক্কা খেয়ে শব্দের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের এই যে শব্দগুলো, এগুলো বুক থেকে উঠে আসা সেই বাতাস দিয়েই তৈরি হয়। আর শব্দের মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারিত হয় মাখরাজ (উচ্চারণস্থান)-এর মাধ্যমে।

✯ যদি সেই বাতাস গলার নিচের অংশ থেকে বের হয়, তবে ‘হামযা’ (ہمزہ) উচ্চারিত হয়। ✯ গলার মাঝের অংশ থেকে বের হলে ‘আইন’ (ع) উচ্চারিত হয়। * জিহ্বার মূল এবং তালুর শক্ত অংশের সাথে ধাক্কা লাগলে ‘কাফ’ (ق) উচ্চারিত হয়। ✯ দুই ঠোঁটের ভিজা অংশ পরস্পরের সাথে স্পর্শ করলে ‘বা’ (باء) উচ্চারিত হয়। ✯ সংক্ষেপে বলতে গেলে, মূল বিষয় হলো বুক থেকে উঠে আসা সেই বাতাস; তা দিয়েই শব্দ গঠিত হয়, তা দিয়েই বাক্য তৈরি হয় এবং তা দিয়েই কালাম (কথা) রচিত হয়। এখন চিন্তা করার বিষয় হলো, নবী আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সিনা মুবারক (পবিত্র বুক) থেকে উঠে আসা সেই পবিত্র বাতাস যখন যবান মুবারক (পবিত্র মুখনিঃসৃত বাক্য)-এর মাধ্যমে কালামের রূপ নিয়ে নির্গত হয়, তখন সেই বাতাসে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, মৃত তো দূরের কথা, একেবারেই নির্জীব বস্তু যাতে কখনোই প্রাণ ছিল না তাতেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে যায়; তারাও সেই কালাম মুবারক শুনে প্রেমে মেতে ওঠে ও হেলেদুলে ওঠে।

এখন ভেবে দেখুন! সিনা মুবারক থেকে উঠে আসা বাতাসের যদি এই প্রভাব হয়, তবে: ✯ মুবারক হাতসমূহের প্রভাব কেমন হবে? ✯ সুন্দর, মনোরম আঁখিদ্বয়ের শান-মহিমা কেমন হবে? ✯ কান মুবারকের শান কেমন হবে? ✯ আর মুস্তফা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পুরো শরীর মুবারকের রূপ ও সত্তার প্রভাবই বা কেমন হবে...?

এই যবান দ্বারা সর্বদা সত্যই বের হয়

‘আবু দাউদ শরীফ’ হাদিস শরীফের একটি বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে একটি হাদিস শরীফ বর্ণিত হয়েছে; রাসূলে পাকের সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার অভ্যাস ছিল, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর মুখনিঃসৃত যা কিছুই শুনতাম, তা লিখে রাখতাম। কুরাইশদের কিছু লোক আমাকে বলল: "হে আব্দুল্লাহ! মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা তো পরিবর্তনশীল; ✯ কখনো মানুষ রাগান্বিত থাকে, ✯ আবার কখনো খুশির মেজাজে থাকে। কাজেই আপনি নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর প্রতিটি কথা লিখবেন না!" তিনি বলেন: এ কথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম। পরবর্তীতে আমি পুরো বিষয়টি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর দরবারে আরজ করলাম। তখন তিনি নিজের অঙ্গুলি মুবারক দিয়ে পবিত্র মুখের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করলেন: ‘اُكْتُبْ’ (অর্থাৎ হে আব্দুল্লাহ! তুমি লিখো!)

فَوَالَّذِیۡ نَفۡسِیۡ بِیَدِہٖ، مَا یَخۡرُجُ مِنۡہُ اِلَّا حَقٌّ

সেই সত্তার কসম, যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! এই (যবান) থেকে সত্য ছাড়া আর কিছুই বের হয় না।

(আবু দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাব: কিতাবাতুল ইলম, পৃ: ৫৭৮, হাদিস: ৩৬৪৬)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আমার আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর কালাম-ই-পাকের (পবিত্র বাণীর) কি এক অনুপম শান-মহিমা...!! ✯ আর অন্যদিকে আমাদের মতো অযোগ্য ও নিকৃষ্ট মানুষদের অবস্থা দেখুন: ✯ রাগান্বিত হলে আমরা আজেবাজে কথা ও গালিগালাজ বকতে শুরু করি, ✯ খুশির মেজাজে থাকলে কী বলছি সে খেয়ালই থাকে না ✯ কারও প্রশংসা করতে

গেলে মিথ্যা অতিরঞ্জন করে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে যাই ✯ আর কারও নিন্দা করতে লাগলে মিথ্যা অপবাদ পর্যন্ত চাপিয়ে দেই! কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! এটি আমার আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মুবারক বাণী: ✯ তিনি জালাল (গাম্ভীর্য/রাগ)-এর অবস্থায় থাকলেও সত্যই বলেন ✯ আনন্দের মেজাজে থাকলেও কেবল সত্যই ইরশাদ করেন। ✯ সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেকোনো অবস্থাতেই এই যবান মুবারক থেকে ভুল কথা তো দূরের বিষয়, একটি ভুল বর্ণও কখনো উচ্চারিত হয়নি।

যাঁর প্রতিটি কথা খোদার ওহী

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰى ۝

(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৩,৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। তা তো নয়, কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: এই আয়াতের দুইটি অর্থ হতে পারে: (১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফানাফিল্লাহ এর ওই উচ্চ মর্যাদায় আশীন যে, কালাম হলো রব্বে ওয়াহিদ লা শরীকের আর জারী হয় এই পবিত্র যবান থেকে (২) দ্বিতীয় অর্থ হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যবান মুবারকে যে-ই কথাই জারী হয়, সেটার ২টি অবস্থা হবে: প্রথম অবস্থা হলো এটি যে, ওই কালাম রবের পবিত্র কুরআন হবে দ্বিতীয় অবস্থা হবে এটি যে, সেগুলোকে হাদিস বলা হবে আর এই উভয়টিই আল্লাহ

পাকের পক্ষ থেকেই ওহী। কুরআনকে ওহীয়ে জলী বলে, এটা নামাযে পাঠ করা হয়। হাদিসে পাককে ওহীয়ে খফী বলে, এটাকে নামাযে তিলাওয়াত করা হয় না। **(শানে হাবীবুর রহমান, ২২৭, পৃ:২২৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ থেকে এটি পরিষ্কার জানা গেল যে, প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনই ওষ্ঠদ্বয় উন্মোচিত করেন, নিজের পাক জবান মুবারক নাড়ান, তাতে নিজের প্রবৃত্তির কামনার সামান্যতম অংশও অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

আবু উমাইরের পাখি

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর এক ছোট ভাই ছিলেন: হযরত আবু উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি অত্যন্ত ছোট শিশু ছিলেন এবং একটি চড়ুই পাখি পুষেছিলেন, যার সাথে তিনি খেলাধুলা করতেন। একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। তিনি এসে দেখলেন হযরত আবু উমাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে বসে আছেন।

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "এর কী হয়েছে?" আরজ করা হলো: "ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তার পাখিটি মারা গেছে।" প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মন ভালো করার জন্য সহাস্যে বললেন: يَا اَبَا عُمَيْر! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ অর্থাৎ "হে আবু উমাইর! তোমার সেই পাখিটির কী হলো...? **(আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ: ২৫২, হাদিস: ৮৪৭)**

এখন এটি একটি বিশেষ ঘটনা, সংক্ষিপ্ত একটি বিষয়: ✯ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন না ✯ কোনো দরস

(শিক্ষাদান) দিচ্ছিলেন না ✯ কোনো নেকীর দাওয়াত প্রদান করছিলেন না ✯ কিংবা কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা হচ্ছিল না; বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক এক সাধারণ অবস্থা, আমাদের সমাজে যেমন মাঝেমধ্যে শিশুরা বিষন্ন ও উদাস হয় এবং আমরাও তাদের মন ভালো করার চেষ্টা করি। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যাই! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেবল এক বিষন্ন শিশুর মন ভুলানো ও তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার খাতিরে মাত্র দুটি বাক্য ইরশাদ করেছিলেন; আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই মহান বাণীও দ্বীনের মাঝে এত বিশাল মকাম (মর্যাদা) রাখে যে, ওলামায়ে কেরাম এই হাদিস শরীফ থেকে ৪০০টি ইলমী মাসআলা (তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধান) বের করেছেন। **(নাইলুল ইবতিহাজ, নম্বর: ৫৪১, পৃ: ৪১১)**

سُبْحَانَ الله! এটাই হলো শানে কালামে মুস্তাফা...! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন শুধুমাত্র কোনো কথা বলেন, তা থেকে কেবল কোনো কাজের উৎসাহ বা অনুপ্রেরণাই পাওয়া যায় না...!! উৎসাহ তো সামান্য বিষয়, তা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বাক্য থেকেও নেওয়া যেতে পারে; এমনকি আল্লাহর ওলীগণ শিশুদের সাধারণ কথা থেকেও ইবরত বা শিক্ষণীয় বিষয় আহরণ করে থাকেন। অর্থাৎ উৎসাহ প্রদান অন্য জিনিস, আর ইলমী মাসআলা বের করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রসিকতাপূর্ণ পবিত্র কথা থেকেও ৪০০টি ইলমী মাসআলা আহরণ করা হচ্ছে! রসিকতাযুক্ত বাণীর শান-মহিমাই যদি এমন হয়, তবে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর মুবারকে দাঁড়িয়ে যেসব খুতবা প্রদান করতেন, সেগুলোর শান-মহিমা কেমন হবে...!!

রসিকতা ও কৌতুকের ছলেও কেবল সত্যই বলেন

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে সংবাদই দেই, তা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; এতে কোনো প্রকার সন্দেহ বা সংশয় নেই।' **(মুসনদে বাযযার, খণ্ড: ১৫, পৃ: ৩৪০, হাদিস: ৮৯০০)** সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি তো আমাদের সাথে কখনো কখনো কৌতুক ও রসিকতাও করে থাকেন? (তবে কি রসিকতাপূর্ণ সেই বাক্যগুলোও সত্য?)" তিনি ইরশাদ করলেন: اِنِّیۡ لَاۤ اَقُوۡلُ اِلَّا حقًّا 'নিশ্চয়ই আমি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলি না।' **(মুসনদে ইমাম আহমদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ৩৩৯, হাদিস: ৮৭০৫)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কৌতুক ও রসিকতার এক মহান শান, যেখানে কৌতুকের ছলেও তিনি যা কিছু বলেন, কেবল সত্যই বলেন। তাঁর যবান মুবারকে অসত্য কথা কখনোই আসে না।

প্রবৃত্তি তাড়িত আলাপচারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে আমাদের জন্যও একটি দারুণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমাদের আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কেমন মহান শান ও মহিমা!

وَمَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰی ﴿۳﴾
(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তিনি কোনো কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রবৃত্তি চাহিদামত কথা বলতেন না। এখন ভেবে দেখুন! আমাদের অবস্থা কেমন? হয়তো আমাদের ১০০টি কথার মধ্যে ৯৯টি কথাই নিজের নফসের (কুপ্রবৃত্তির) ইচ্ছার কারণে হয়ে থাকে। ✯ মন চাইল কথা বলি, তো কথা বলা শুরু করে দিলাম। ✯ মন চাইল আড্ডা মারি, তো আড্ডা দেওয়া শুরু হয়ে গেল ✯ নফস চায়, তাই আমরা 'নিজের মুখে নিজে মিয়া মিঠু' বনে যাই অর্থাৎ নিজের মুখে নিজের প্রশংসাই করতে শুরু করে দিই ✯ নিজেদের গোপন নেক আমলগুলো প্রকাশ করে সেগুলো নিয়ে নিজের বড়াই বা অহংকার প্রকাশ করা শুরু করে দিই ✯ নফস চায় বলেই মানুষ গীবত (পরনিন্দা) করে ✯ চোগলখুরী (একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে ঝগড়া বাঁধানো) করে ✯ মিথ্যাও বলে ✯ হাসি-ঠাট্টা ও মশকরার মজলিসও জমানো হয় ✯ একে অপরকে লক্ষ্য করে কটু কথা বা কটূক্তিও করা হয় ✯ অনর্থক বা ফালতু কথাবার্তাও বলা হয় ✯ আর এভাবেই জিভের মাধ্যমে গুনাহের পাহাড় গড়ে তোলা হয়।

এটি সত্য যে, আমাদের উপর ওহী নাযিল হবে না, ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী হিসেবে তাশরীফ এনেছেন, এখন কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী আসবেন না, কারো উপর ওহী অবতীর্ণ হবে না। অর্থাৎ, যদিও আমরা ওহীর মাধ্যমে কথা বলতে পারি না, কিন্তু রবের সন্তুষ্টির জন্য তো কথা বলতে পারি...!!

আল্লাহ পাক যেসব কথায় অসন্তুষ্ট হন, সেসব কথা থেকে তো আমরা বেঁচে থাকতে পারি ✯ যেসব কথায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়া যায়, সেসব কথা তো আমরা বলতে পারি। কিন্তু আফসোস! আজ এক

অদ্ভুত যুগ চলে এসেছে, যেসব কথায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি রয়েছে, তা বলতে আমাদের লজ্জা লাগে, দ্বিধা হয় ✯ সৎকাজের দাওয়াত দেওয়ার মধ্যে রবের সন্তুষ্টি রয়েছে কিন্তু আমরা তা করতে লজ্জা পাই ✯ আযান দেওয়ার মধ্যে রবের সন্তুষ্টি রয়েছে, আমরা লজ্জা পাই ✯ দ্বীনি শিক্ষা বা দরস দেওয়ার মধ্যে রবের সন্তুষ্টি রয়েছে কিন্তু আমাদের দ্বারা তা দেওয়া হয় না, দ্বিধা হয় ✯ অন্যদিকে দেখুন! যেসব কথায় আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি রয়েছে, সেসব কথা মানুষ চরম নির্লজ্জতার সাথে বলে যাচ্ছে ✯ অশ্লীল কথা বলা হচ্ছে ✯ গালিগালাজ করা হচ্ছে ✯ গীবত ও চোগলখুরী করা হচ্ছে ✯ অপবাদ ও দোষারোপ করা হচ্ছে ✯ অত্যন্ত সাহসের সাথে মিথ্যাও বলা হচ্ছে; আফসোস! এই গুনাহে ভরা কথাগুলো বলতে মানুষের লজ্জা হয় না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মহান একটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত যে, তিনি অহেতুক কোনো কিছু বলতেন না, যা-ই বলতেন, অর্থবহ হতো, হিকমতে পরিপূর্ণ থাকতো। অতএব আমাদের এই সুন্নাতে মুবারকার উপর আমল করা, মুখের হেফাযত করা, সর্বদা সত্য বলতে থাকা, অহেতুক ও গুনাহপূর্ণ কথাবার্তা থেকে সর্বদা বাঁচতে থাকা। ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমাকে তার চোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ মুখ এবং লজ্জাস্থান) এর নিশ্চয়তা দিবে আমি তাকে জান্নাতে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। **(বুখারী, ১৫৯১ পৃ:, হাদিস: ৬৪৭৪)** ✯ এক বর্ণনায় রয়েছে: নিশ্চয় জান্নাতে এমন একটি ঘর রয়েছে যেটার

বাহির থেকে ভেতরের এবং ভেতর থেকে বাহিরের দৃশ্য দেখা যায়। একজন গ্রাম্যলোক বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা কার জন্য? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: ✯ যে ভালো কথা বলে ✯ খাবার আহার করায় ✯ লাগাতার রোযা রাখে ✯ এবং রাতে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে যায় তখন নামায পড়ে। **(তিরমিযী, ৫৯৭ পৃ:, হাদিস: ২৫২৭)** ✯ অপর এক হাদিসে রয়েছে: ভালো কথাও (সদকা)।

(বুখারী, ৭৬৮ পৃ:, হাদিস: ২৯৮৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাদিক এবং মাসদুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণীই সত্য, সত্য এবং সত্য। এই পবিত্র যবান মুবারক থেকে যে শব্দই উচ্চারিত হয়েছে, তা কেবল সত্যই বের হয়েছে; সত্য ছাড়া আর কিছুই বের হয়নি। এই বিষয়টি স্বস্থানে শতভাগ সত্য। এর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর আরও একটি মহিমান্বিত শান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: هُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘সাদিক’ (সত্যবাদী)-ও এবং ‘মাসদুক’-ও। **(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাব: কওলুহু তা'আলা: ওয়া লাকাদ সাবাকাত কালিমাতুনা...ইত্যাদি, পৃ: ১৭৯৯, হাদিস: ৭৪৫৪)** অর্থাৎ তিনি নিজেও সত্যবাদী এবং আল্লাহ পাক তাঁকে এই শানও দান করেছেন যে, তিনি যা বলে দেন, ঠিক তেমনই ঘটে থাকে।

উপমাহীন শক্তি দান করা হয়েছে

একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছিলেন, যাঁর আসল নাম কী? তা কারও জানা নেই। আল্লামা ইবনে হাজার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর নামের ব্যাপারে ২১টি মতামত (উক্তি) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নামের ব্যাপারে এতটাই মতভেদ রয়েছে। তিনি তাঁর উপাধিতেই সুপরিচিত, আর এই উপাধি তাঁকে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দান করেছিলেন। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দেওয়া উপাধিটি তাঁর এতটাই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি সেই নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে যান। সেই উপাধিটি কী? উপাধিটি হলো: ‘সফিনা’।

হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত প্রখ্যাত এক সাহাবী। তিনি এই উপাধি কেন পেয়েছিলেন? এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন: একবার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোথাও তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, সাথে সাহাবায়ে কেরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-ও ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর নিকট যেসব মালামাল ছিল, তা বহন করতে তাঁদের কষ্ট হচ্ছিল। দয়া ও করুণার সাগর রাসূলে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন এটি দেখলেন, তখন আমাকে বললেন: ‘তোমার চাদরটি বিছিয়ে দাও!’ আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম। এরপর সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ কে বললেন: ‘সবাই নিজ নিজ মালামাল এই চাদরে রেখে দাও!’ সকলেই মালামাল রেখে দিলেন। অতঃপর সেই সমস্ত মালামাল চাদরে বেঁধে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো এবং রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: فَاِنَّکَ اَنۡتَ سَفِیۡنَۃُ (এটি বহন করো! নিশ্চয়ই তুমি সফিনা অর্থাৎ নৌকা)।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খণ্ড: ৯, পৃ: ১০০, হাদিস: ২২৫৫৬)

বর্ণনায় এসেছে: এই ঘটনার পর হযরত সফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি একা একটি উটের সমস্ত বোঝা একাই বহন করে ফেলতেন।

(শারহু সুনানু আবু দাউদ লি-ইবনে রাসলান, খণ্ড: ১৫, পৃ: ৪১৬, হাদিস নম্বর ৩৭৯৭-এর অধীনে)

কূপের পানি মিষ্টি হয়ে গেল

একবার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সাথে কোথাও তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় একটি কূপ অতিক্রম করলেন, যার পানি ছিল তেতো। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: 'এর নাম কী? বলা হলো: 'এর নাম বাইসান।' রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: بَلۡ ہُوَ نُعۡمَانُ (নয়...!! বরং এটি নু'মান)।

বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র যবান মুবারক থেকে কেবল এই নামটি উচ্চারিত হওয়ার অপেক্ষা ছিল; যে কূপের পানি আগে তেতো ছিল, নাম পরিবর্তন হতেই তা মিষ্টি হয়ে গেল। **(শিফা শরীফ, আল-কিসমুল আউয়াল, আল-বাবুর রাবে', ফাসলুন ফি কারামঅতিহি..ইত্যাদি, খণ্ড: ১, পৃ: ২৩৬)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! এই হলো কালামে মুস্তফার প্রভাব...!! যা বলে দেন, তেমনই হয়ে যায়। এখানে চিন্তা করার মতো বিষয় রয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পানি লোনা বা তেতো তখন হয়, যখন এতে বাইর থেকে কিছু উপাদান মিশে যায়। পানির আসল রাসায়নিক সংকেত হলো H^2O, অর্থাৎ দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন মিলে পানি গঠিত হয়। এবার পানি যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরে, ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় কিংবা ভূগর্ভে চলে যায়, তখন এতে অন্যান্য উপাদানও যুক্ত হয়। যেমন;

সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, পটাশিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থ যখন পানিতে মেশে, তখন পানির স্বাদ বদলে যায়; পানি লোনা বা তেতো হয়ে যায় এবং পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এরপর এই খনিজ পদার্থগুলো দূর করার জন্য আমাদের সময়ে লাখ লাখ টাকার প্ল্যান্ট বসানো হয়, বহু ধরণের কেমিক্যাল ব্যবহার করে, প্রচুর অর্থ ব্যয় ও সময় ব্যয় করার পর পানি থেকে অতিরিক্ত খনিজ বের করা হয়; তবুও পানির সেই মূল স্বাদ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। ভাবার বিষয়! কোনো ওয়াটার প্ল্যান্ট বসানো হয়নি পানি ছেঁকেও নেওয়া হয়নি তাতে থুথু মুবারক ফেলা হয়নি কেবল প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামটাই পরিবর্তন করেছেন! শুধুমাত্র এতটুকু বলার মাধ্যমেই পানিতে থাকা সমস্ত অতিরিক্ত খনিজ বের হয়ে গেল, পানি পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি হয়ে গেল আর এমনভাবে পরিষ্কার হলো যে, তার আসল বাস্তবতাই বদলে গেল; যা আগে তেতো ছিল, তা মিষ্টি হয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নের কথাও সত্য হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু বাক্য এমন থাকে, যেগুলোকে আমরা তাকিয়া কালাম (কথা বলার অভ্যাসে পরিণত হওয়া শব্দ বা বাক্য) বলি। অর্থাৎ এগুলো এমন বাক্য যা বলার সময় আমরা এর অর্থ উদ্দেশ্যই করি না, এর অর্থের দিকে আমাদের দৃষ্টিই থাকে না; কেবল কথা বলার খাতিরেই বলে ফেলি। যেমন মায়েদের অভ্যাস থাকে, তারা বলেন: ‘তোর সর্বনাশ (সত্যনাশ) হোক’, ‘তোর বেড়া পার (উদ্ধার) হোক’। এখন 'সত্য' কী জিনিস? 'নাশ' কাকে বলে? তা স্বয়ং যারা বলছেন তারাও জানেন না।

‘বেড়া পার হওয়া' কাকে বলে, হয়তো সেদিকে মনোযোগই থাকে না; কেবল কথা বলার খাতিরেই বলে দেন।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদা এতই মুবারক যে, তিনি যদি কেবল 'তাকিয়া কালাম' (কথা বলার অভ্যাস) হিসেবেও কোনো কথা বলতেন, তাও সত্য ও বাস্তবে পরিণত হয়ে যেত। ফকিহুল আসর (অর্থাৎ যমানার অনেক বড় আলিম) মুফতি আমীন সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: এক আলিম সাহেব ছিলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসা করালেন, কিন্তু...!!

তাঁর রোগ কেবল বাড়তেই থাকল, বাড়তেই থাকল; এমনকি তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। একদিন তাঁর ভাগ্য জেগে উঠল, তিনি ঘুমাচ্ছিলেন; স্বপ্নে ব্যথিত হৃদয়ের শান্তি, হাসনাইনে কারীমাইনের নানাজান রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন। আলিমগণ তো আলিমই হন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তাঁরা জ্ঞানের পিপাসার্তই থাকেন। যখন সেই আলিম সাহেবের স্বপ্নে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ইলমের বিষয়েই জিজ্ঞাসা করলেন। একটি হাদিস শরীফ সম্পর্কে আরজ করলেন: ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হাদিসটি কি এমন (যেমনটা আমি আরজ করছি)?’

এখন এমন মুহূর্তে আমরা সাধারণত বলে থাকি: ‘আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন, এ বিষয়টি এমন নয়, বরং এমন।’ সুতরাং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ এনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন: ‘না...!! عَافَاكَ اللهُ আল্লাহ তোমাকে সহজতা দান করুন!, এই হাদিসটি এমন নয়।’

যখন সেই আলিম সাহেবের ঘুম ভাঙল, তখন তিনি কী দেখলেন! যে রোগ লাখো চিকিৎসার পরও দূর হচ্ছিল না, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর সদকায় সেই রোগ একনিমেষেই বিদায় নিয়েছে, আর তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। **(আল-বুরহান, পৃ:২৪০)**

سُبْحَانَ الله! আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী অপরূপ শান ও মর্যাদা...!! এই পবিত্র যবান মুবারক থেকে যা-ই বের হয়, তা-ই বাস্তবে রূপ নেয়। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহিরি ওফাতের বহু বছর পর, জাগ্রত অবস্থায় নয় বরং স্বপ্নে তাশরীফ এনে, আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া করার উদ্দেশ্যে নয়, কেবল ‘তাকিয়া কালাম’ (কথা বলার স্বাভাবিক অভ্যাস) হিসেবে একটি বাক্য ইরশাদ করলেন; আর স্বপ্নে বলা সেই তাকিয়া কালামের প্রভাব এমন হলো যে, ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই হয়ে গেল!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাওয়ামি'উল কালিম দান করা হয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কালামে মুস্তফার এটিও একটি মু’জিযা যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ‘জাওয়ামি'উল কালিম’ (جَوَامِعُ الْكَلِم) দান করা হয়েছে। জাওয়ামি'উল কালিম-এর অর্থ হলো: অল্প কথায় বিশাল ও বিস্তৃত অর্থ ধারণ করা। যেমন বলা হয় ‘ঘটিতে সমুদ্র সেঁচে রাখা’ (কম কথায় গভীর কথা বলা)। ঘটি কতটুকুই বা হয়? একদম ছোট। আর সমুদ্র কত বড়! অর্থাৎ সমুদ্রের মতো বিশাল ও অগণিত কথাকে একটি ছোট্ট বাক্যে ফুটিয়ে তোলাকে ‘جَوَامِعُ الْكَلِم’ বলা হয়।

মুসলিম শরীফের হাদিস শরীফ রয়েছে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: 'আমাকে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর উপর ৬টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।' (এর মধ্যে দুটি বিষয় হলো:) (১) اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ আমাকে জাওয়ামি'উল কালিমের মু'জিযা দান করা হয়েছে। (২) وَ خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْن এবং আমার মাধ্যমে নবুয়তের ধারাক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। **(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, পৃ: ১৯৪, হাদিস: ৫২৩)**

আকিদায়ে নবুয়ত এর একটি দলিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাওয়ামি'উল কালিম (অর্থাৎ অল্প কথায় বিশাল অর্থ প্রকাশ করা), এটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মহান মু'জিযা। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মু'জিযাটি এই কথারও স্পষ্ট দলিল যে, তিনি সর্বশেষ নবী।

পূর্বে যেসব আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাশরীফ এনেছিলেন, তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট কওম বা জাতির নবী ছিলেন এবং তাঁদের হেদায়েত ও দাওয়াতের সময়কালও ছিল নির্দিষ্ট। এরপর অন্য নবী তাশরীফ আনতেন। কিন্তু আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাই তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য নবী। কেয়ামত পর্যন্ত কেবল তাঁরই দিক-নির্দেশনার উপর আমল করা হবে। অর্থাৎ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী: ✯ প্রতিটি যুগের জন্য ✯ প্রতিটি শতাব্দীর জন্য ✯ সর্বপ্রকার সমাজের জন্য ✯ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য, এবং প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য হেদায়েত ও নির্দেশনা দান করতে হতো। আর এই মহান দায়িত্বের জন্য জাগতিক সময় কতটুকু ছিল?

মাত্র ২৩ বছর! এজন্য আল্লাহ পাক আপনাকে ‘জাওয়ামি'উল কালিম’-এর মু’জিযা দান করেছেন। তাঁর শান ও মর্যাদা এমনই যে, তিনি সংক্ষেপে কথা বলতেন, অথচ তার মাঝে এত অগণিত অর্থ ও ভাবগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলতেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

কিয়ামত পর্যন্তের সমস্ত খবর জানিয়ে দিয়েছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে, হযরত আবু যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: একদিন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ফজরের নামায পড়ালেন, এরপর মিম্বরে তাশরীফ আনলেন এবং খুতবা শুরু করলেন। তিনি বয়ান করতেই থাকলেন, করতেই থাকলেন, এমনকি যোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন তিনি মিম্বর থেকে নিচে তাশরীফ আনলেন এবং যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর পুনরায় খুতবা শুরু করলেন, এমনকি আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তিনি নিচে তাশরীফ আনলেন এবং আসরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর আবার খুতবা শুরু করলেন, যা মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকল। সেদিন তিনি অতীতে যা কিছু ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সবকিছুই বর্ণনা করে দিয়েছেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব: আখবারুন নাবী...ইত্যাদি, পৃ: ১১০৮, হাদিস: ২৮৯২)

সাহাবীগণ বলেন: সেই দিনের পর পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, আমরা যখনই কোনো ঘটনা দেখতাম, মনে হতো যেন এই ঘটনাটি আগেও ঘটেছে। আর যখনই আমরা স্মৃতিতে একটু জোর দিতাম, তখনই

মনে পড়ে যেত আহা! এটি তো সেই বিষয়, যা সেদিন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন!

(ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, খণ্ড: ৪, পৃ: ১১২)

سُبْحَانَ الله! এই হাদিস শরীফে এক তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়েব বা পরোক্ষ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্তের সমস্ত খবর জানেন। এরপর ভেবে দেখুন, কেবল একটি শতাব্দীর ইতিহাস লিখতে গেলেও শত শত পৃষ্ঠা লেগে যায়। আল্লামা যাহাবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে, تَارِيْخُ الْاِسْلَام ‘তারিখুল ইসলাম’। এতে তিনি কেবল ৭টি শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন। এটি ১৫ খণ্ডের একটি সুবিশাল বই, যার প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০-এরও বেশি! পড়ার বিষয়ে কেউ যতই দক্ষ হোক না কেন, এই ৭ শতাব্দীর ইতিহাস একদিনে পড়ে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু উৎসর্গিত হোন! কালামে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদার প্রতি! কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী অগণিত শতাব্দীর খবর তা-ও কেবল শুধু বাছাই করা ঘটনা নয়, বরং বিস্তারিত তথ্য তিনি মাত্র একদিনেই বলে দিয়েছেন! এটিই হলো ‘জাওয়ামি'উল কালিম’-এর প্রকৃত শান ও মাহাত্ম্য...!!

ব্যস আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাঁটি ও অকৃত্রিম গোলামী, সত্যিকারের ভালোবাসা এবং সুন্নাতের প্রতি আত্মনিবেদিত দিওয়ানা হওয়ার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

‘কথা বলার আদব’ কিতাবটি অনুশীলনের প্রতি অনুপ্রেরণা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একটি অত্যন্ত সুন্দর বই রয়েছে ‘কথা বলার আদব’। এটি ‘ফয়যানে সুন্নাত’ ৩য় খণ্ডের একটি অংশ। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা বলার ধরন কেমন ছিল? ✯ কথা বলার সাথে সম্পর্কিত সুন্নাতগুলো কী কী? ✯ এর আদব ও শিষ্টাচার কী? ✯ জিহ্বার সঠিক ব্যবহার কীভাবে করতে হয়? ✯ এর অপব্যবহারের কী কী ক্ষতিকর দিক রয়েছে? ইত্যাদি বহুবিধ ধর্মীয় শিক্ষণীয় তথ্যে সমৃদ্ধ এই কিতাবটি। এটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন অথবা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিন। নিজে পড়ুন এবং অন্যদেরকেও পড়ার জন্য অবশ্যই উৎসাহিত করুন!

নেক আমল নম্বর ১৭-এর অনুপ্রেরণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্দর কথাবার্তা শেখা ও চর্চা করার জন্য ভালো সঙ্গ ও ভালো পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ফেতনায় ভরা যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়ামত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে নিয়মিত নামাযী বানানোর পাশাপাশি সুন্দর চরিত্র ও ভালো আখলাকও শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনারাও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান এবং ১২টি দ্বীনি কাজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক প্রদত্ত ‘৭২টি নেক

আমল’-এর মধ্যে ১৭ নম্বর নেক আমলটি হলো: ‘আপনি কি আজকে আপনার ঘরে ও বাইরে ছোট-বড় সকলের সাথে সুন্দর ভঙ্গিতে অর্থাৎ ‘আপনি-জনাব’ এবং জ্বি বলে কথা বলেছেন?’ এটি এমন একটি নেক আমল, যার উপর আমল করার বরকতে কেবল আমাদের কথা বলার ধরনই উন্নত হবে না, বরং আমাদের চরিত্রও সুন্দর হবে; কারণ সকলের সাথে সম্মানজনকভাবে ‘আপনি-জনাব’ বলে কথা বলা সৎ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষের দিকে এনে সুন্নাতের ফযিলত এবং জীবনের কিছু আদব ও শিষ্টাচার বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: ‘مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَ مَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ’ অনুবাদ: যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল, সে মূলত আমাকেই ভালোবাসল; আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।

(তারিখে মদীনা দামেক্ব, খণ্ড: ৯, পৃ: ৩৪৩)

কথা বলার সুন্নাত ও আদবসমূহ

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ‘যখন তোমরা কোনো বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়াবিমুখতা ও কম কথা বলার নেয়ামত দান করা হয়েছে, তখন তার সঙ্গ ও নৈকট্য অবলম্বন করো; কারণ তাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়।’

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জুহদ, পৃ: ৬৬৭, হাদিস: ৪১০১)

হে আশিকানে রাসূল! ✯ সর্বদা মুচকি হেসে ও প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলুন। ✯ মুসলমানদের মন জয় করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহপূর্ণ এবং বড়দের সাথে আদব ও সম্মানসূচক ভাষা ব্যবহার করুন; اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবও মিলবে এবং ছোট-বড় সকলেই আপনাকে সম্মান করবে। ✯ চিৎকার করে বা উচ্চস্বরে কথা বলা সুন্নাত নয়। ✯ ভালো ভালো নিয়ত সহকারে ছোট বাচ্চাদের সাথেও 'আপনি-জনাব' বলে কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন; এতে اِنْ شَآءَ الله আপনার চরিত্রও সুন্দর হবে এবং বাচ্চারাও আদব-শিষ্টাচার শিখবে। ✯ কথা বলার সময় শরীরের গোপনীয় স্থান স্পর্শ করা, আঙুল দিয়ে শরীরের ময়লা ওঠানো, অন্যদের সামনে বার বার নাক স্পর্শ করা বা নাক-কানে আঙুল দেওয়া এবং ঘনঘন থুথু ফেলা শোভনীয় নয়; এতে অপরের ঘৃণা বা অস্বস্তি জাগে। ✯ অন্যজন যতক্ষণ কথা বলেন, মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে শুনুন; তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করে দেওয়া সুন্নাত নয়।

ঘোষণা

কথা বলার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কথা বলার অবশিষ্টাংশ সুন্নাত ও আদবসমূহ

কথা বলার সময়, বরং যেকোনো অবস্থাতেই অট্টহাসি (উচ্চস্বরে হাসা) দেবেন না; কেননা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই অট্টহাসি দেননি। ✯ সর্বদা গালাগালি ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন। গালিগালাজ করা থেকে বেঁচে থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া সুসংহতভাবে (কঠোরভাবে) হারাম, আর অশ্লীল কথা বলা ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে, তার জন্য জান্নাত হারাম।' অশ্লীল কথার অর্থ হলো: اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْاُمُوْرِ الْمُسْتَقْبِحَةِ بِالْعِبَارَاتِ الصَّرِيْحَةِ অর্থাৎ লজ্জাজনক বিষয়াবলী (যেমন: নোংরা ও মন্দ বিষয়সমূহ) স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাষায় প্রকাশ করা। **(৫৫০টি সুন্নাত ও আদব, পৃ: ৩৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দীদারে মুস্তফা পাওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী এই সাপ্তাহে 'দীদারে মুস্তফার দোয়া' (রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার বা দর্শনের দোয়া) মুখস্ত করানো হবে: দোয়াটি হলো:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দীদারে মুস্তফা (প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার বা দর্শন) লাভ করার উদ্দেশ্যে বেশি বেশি দরুদ ও সালামের

নূরানী তোড়া বারগাহে নববীতে পেশ করুন। আসুন, আমরা কয়েকবার দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

(খযিনায়ে রহমত, পৃ:৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد